

া সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৫১৮ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৪৮৭৮]

৫২/ তাফসীর (كتاب تفسير)

পরিচ্ছেদঃ আল্লাহ্র বাণীঃ ومن دونهما جنتان "এবং এ উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে" (৫৫ ঃ ৬২)

باب قوله ومن دونهما جنتان

আরবী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ الله

বাংলা

সুরা আর-রাহমান

وَقَالَ مُجَاهِدٌ بِحُسْبَانِ كَحُسْبَانِ الرَّحَى وَقَالَ غَيْرُهُ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ وَالْعَصْفُ بَقُلُ الزَّرْعِ إِذَا قَطْعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذَلِكَ الْعَصَفُ وَالرَّيْحَانُ رِزْقَهُ وَالْحَبُ وَالْمَنْ فِي كَلَمِ الْعَرَبُ الْعَصْفُ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيجُ الَّذِي يَوْكُلُ مِنْهُ وَالْعَصِفُ يُرِيدُ الْمَأْكُولَ مِنْ الْحَبِ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ يُؤْكُلُ وَقَالَ الْعَصْفُ أَوْلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيهِ النَّبَطُ هَبُورًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ وَالْمَارِجُ اللَّهَبُ الْأَصْفَرُ وَالْأَخْصِرُ النَّذِي يَعْلُو النَّبَطُ هَبُورًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ وَالْمَارِجُ اللَّهَبُ الْأَصْفَرُ وَالْأَخْصِرُ اللَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتُ مُشَرِقٌ فِي الصَيْفُ وَرَقُ الْجِنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرَّزْقُ وَالْمَارِجُ اللَّهَبُ الْأَصْفَرُ وَالْأَخْصِرُ اللَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتُ مُشَرِقٌ فِي الصَيْفُ وَرَقُ الْجَنْمُ الْمَعْرِينِ مِعْرَبُهَا وَمَسْرِقٌ فِي الصَيْفُ وَرَبُّ الْمَعْرِينِ مِعْرَبُهَا وَقَالَ مَعْرَبُهُا وَلَامَا مَا لَمْ يُرْبُهُا مُعْرَبُهُا وَلَاللَّهُ عَلَيْسُ بِمُنْشَاقً وَوَلَالَ مُعْرَبُهُا وَالسَّعَيْفِ لَا يَعْرَبُهُا الْمَعْرِينِ مِعْرَبُهُا وَلَامَالُ الْمَعْرِينِ مِعْرَبُهُا وَلَامَالُ الْمَعْرَبُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْسُ بِمُنْشَاقً وَالسَّعُلُ وَلَوانِ مِنْ الرِّيِّ صَلَّا مَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهَ عَلَى السَّفُونَ بِهِ صَلَّ عَلَا مُعْمَلُولُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى السَّفُولُ وَلَوْمُ وَلَا الْعَرْبُ وَلَوْلُولُ وَلَولَا عَلَى الْمَعْلَى وَالْمُولُ وَالرَّمَانُ وَالمَّالُ وَالمَعْلَى وَالمَعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْمَلُولُ وَلَمْ الْمُحَلِقُ وَلَهُ وَلَا مَالُولُ وَالْمُولُ وَالرَّمَانُ وَالْمُولُ وَالرُعُلُ وَالرُعُلُ وَالرُّمَانُ وَالمَعْلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمَعْلُولُ وَلَوْلُولُ عَلَى السَّعُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعَلَ الْمَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ



لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَقَدْ ذَكَرَهُمْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ غَيْرُهُ أَفْنَانِ أَغْصَانٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ مَا يُجْتَنَى قَوَلَ الْجَنَّ فِي أَلُو الدَّرْدَاءِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ الْحَسَنُ فَبِأَيِ آلَاءِ نِعَمِهِ وَقَالَ قَتَادَةُ رَبِّكُمَا تُكَذّبَانِ يَعْنِي الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ يَعْفِرُ ذَنْبًا وَيَكْشِفُ كَرْبًا وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَضَعُ آخَرِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَرْزَحٌ حَاجِزٌ الْأَنَامُ الْخَلْقُ فِي شَأْنٍ يَعْفِرُ ذَنْبًا وَيَكْشِفُ كَرْبًا وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَضَعُ آخَرِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَرْزَحٌ حَاجِزٌ الْأَنَامُ الْخَلْقُ فِي شَأْنٍ يَعْفِرُ ذَنْبًا وَيَكْشِفُ كَرْبًا وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَضَعُ آخَرِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَرْزَحٌ حَاجِزٌ الْأَنَامُ الْخَلْقُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَامُ الْخَلْقُ الْمَامُ الْخَلْقُ الْمَرْبِ يُقَالُ مَرَجً الْأَنَامُ النَّاسِ مَرِيحٍ مُلْتَبِسٌ مَنَ النَّارِ يُقَالُ مَرَجَ الْأَمْولُ رَعْنَ الْعَرَانِ مِنْ مَرَجْتَ دَابَّتَكَ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيُقَالُ مَرَجَ أَمْنُ النَّاسِ مَرِيحٍ مُلْتَبِسٌ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ اخْتَلَطَ الْبَحْرَانِ مِنْ مَرَجْتَ دَابَّتَكَ تَوْمُ مَعْدُوفَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يُقَالُ لَأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ تَرَكْتُهَا سَنَفْرُغُ لَكُمْ سَنُحَاسِبُكُمْ لَا يَشْغُلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَهُو مَعْرُوفَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يُقَالُ لَآتَوَنَّغَنَّ لَكَ عَلَى غِرَّتِكَ عَلَى غِرَّتِكَ عَلَى غِرَّتِكَ عَلَى غِرَّتِكَ عَلَى غِرَّتِكَ

चाস, क्रमल পाकात পূर्त य চाता खलारक وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ वत प्रात्म वर्ণि وَالْعَصِفُ शक्कात छाछि। وَالْعَصِفُ रक एक रमान रम वा वा रम الرَّيْحَانُ वना रम الرَّيْحَانُ भरमात भाठा এवः यभीन थरक छे९भामिত माना या ভক্ষণ করা হয় আরবী ভাষায় রিযকের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারো মতে, الْفَصْفُ খাওয়ার উপযোগী দানা এবং ألْعُصِيْفُ ,খাওয়ার অনুপযোগী পাকা দানা। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন الْعَيْجَانُ গমের পাতা। দাহ্যক (রহ.) বলেন, أَلْعَصَنْفُ মানে ভূষি। আবু মালিক (রহঃ) বলেন, সর্বপ্রথম যা উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয়। হাবশী ভাষায় তাকে هَبُوْرًا হাবুর বলা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, الْعَصْفُ গমের পাতা। الرَّيْحَانُ খাদ্য। أَمَارِجُ হলুদ এবং সবুজ বর্ণের অগ্নিশিখা যা আগুনের উপরে দেখা যায় যখন তা জ্বালানো হয়। মুজাহিদ (রহঃ) থেকে কোন কোন মুফাসসির বলেন, رَبُّ الْمَشْرِقَيْن সূর্যের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উদয়স্থান। তেমনি निपाल शाल رَبُّ الْمَغْرِبَيْن निपाल शृर्यत पूरे वाडा शाल शें يَبْغِيَان निपाल श्रायत पूरें वाडा शिलि रहा ना। الْمُنْشَاتُ निपाल शाल তোলা নৌকা। আর যে নৌকার পাল তোলা হয়নি তাকে الْمُنْشَاتُ বলা হয় না। মুজাহিদ বলেন, نُحَاسُ পিতল, যা তাদের মাথার উপর ঢালা হবে এবং এর দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। خَافَ مَقَامُ رَبِّه সে গুনাহ্ করার ইচ্ছে করে; কিন্তু তার আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায়। অবশেষে সে গুনাহ্ করার ইচ্ছা ত্যাগ করে। الشُّوَاظُ অগ্নি শিখা। مُدُهَآمَتَان দেখতে কালো হবে সজীবতার কারণে। مَدُهآمَتَان মাটি বালির সঙ্গে মিশে পোড়া মাটির মত ঝনঝন করে। বলা হয় صَرَّالْبَابُ पूर्वक्षभग्न। শব্দটির মূল ছিল صَلَّ صَلْ صَلْ مَلْ عَالْمَال বলা হয় এবং أَبْكَبْتُه এর উৎপত্তি)। যেমন مضاعفثلاثي এবং أَبْبَابُ এবং مضاعفثلاثي এর উৎপত্তি)। যেমন كَبْكَبْتُه व्यवशंत कता २য়। यात भृल فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ यात भृल عَالَ عَرُمَّانٌ व्यवशंत कता २য়। यात भृल فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ নয়: কিন্তু আরবীয় লোকেরা এগুলোকেও ফল বলে গণ্য করে।

খেজুর ও আনার ফলমূলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত আয়াতে ফলমূলের কথা উল্লেখ করে এরপর খেজুর ও আনারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন عَافِظُوا عَلَى الصَّلُوتِ এর মাঝে সকল সালাতের প্রতি যতুবান হবার নির্দেশ প্রদান করতঃ পরে আবার বিশেষভাবে আসরের সালাতের প্রতি বিশেষ যতুবান হবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমনভাবে وَمَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ কুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে....। (সূরাহ হাজ্জ ২২/২৮)-এর মধ্যে সকল মানুষ অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও غَلَيْهِ الْعَذَابُ পরে উল্লেখ করা হয়েছে



(সুতরাং খেজুর ও আনারকে ফলমূল বহির্ভূত বলা ঠিক নয়)। মুজাহিদ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্য মুফাসসির বলেন, وَجَنَى الْجَنَّتَيْن دَانِ । জালাসমূহ فَجَنَى الْجَنَّتَيْن دَانِ بِهِ উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী- (সূরাহ আর্ রহমান ৫৫/৫৪)।

উভয় উদ্যানের ফল যা পাড়া হবে তা খুবই নিকটবর্তী হবে। হাসান (রহঃ) বলেন, فَبِأَنِاكَا ضَالِمَة আল্লাহর কোন অনুগ্রহকে? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, মানব এবং দানব জাতিকে বোঝাবার জন্য ঠেই কু দি-বচনের مين ব্যবহার করা হয়েছে। আবুদ্ দারদা (রাঃ) বলেন, মানব এবং দানব জাতিকে বোঝাবার জন্য ঠেই দি-বচনের করা হয়েছে। আবুদ্ দারদা (রাঃ) বলেন, ঠু هُوَ فِيْ شَأْن (তিনি প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত)-এর ভাবার্থ হচ্ছে, প্রত্যহ তিনি মানুষের গুনাহ ক্ষমা করেন, বিপদ বিদূরিত করেন, এক সম্প্রদায়কে সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং অপর সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটান। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, কু কু কু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং অপর সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটান। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, কু ক্রান্তান খানুষ্ট জীব। ঠু মহিমাময়। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, কু নির্ধুম অগ্নিশিখা। রাজা প্রজাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়ার পর তারা যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবাধে অত্যাচার করতে আরম্ভ করে তখন বলা হয়, مَرَجَ اَمْرُ النَّاسِ দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়ে গিয়েছে। প্রতিত্বতি অর্থাৎ তুমি ছেড়ে দিয়েছ। কু নির্কুম আলিক করতে পারে না। এ ধরনের ব্যবহার-বিধি আরবী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ। যেমন বলা হয়, মি আন ক্রান্ত গোলাকে অন্য অবস্থা হতে গাফিল করতে পারে না। এ ধরনের কথা ধমক-স্বরূপ বলা হয়ে থাকে)। এ বাক্যের মাধ্যমে বক্তা শ্রোতাকে এ কথাই বোঝাতে চায় যে, অবশ্যই আমি তোমাকে তোমার এ গাফলতের মজা আস্বাদন করাব।

৪৫১৮। আবদুল্লাহ ইবনু আবৃল আসওয়াদ (রহঃ) ... কায়স ইবনু আবৃ হাযিম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল বলেছেন, (জান্নাতে) দুটি উদ্যান থাকবে। এই দুটির সকল পাত্র এবং এর অভ্যন্তরের সকল বস্তু রূপার তৈরি হবে। এবং (জান্নাতে) আরও দুটি উদ্যান থাকবে। এই দুটির সকল পাত্র এবং এর অভ্যন্তরের সকল বস্তু সোনার তৈরি হবে। জান্নাতে-আদনের মধ্যে জান্নাতবাসীরা তাদের রবকে দেখবে। জান্নাতবাসী এবং তাদের রবের এই দর্শনের মাঝে আল্লাহর সন্তার উপর জড়ানো তাঁর বড়ত্বের পর্দা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

English

Narrated `Abdullah bin Qais:

Allah's Messenger () said, "Two gardens, the utensils and the contents of which are of silver, and two other gardens, the utensils and contents of which are of gold. And nothing will prevent the people who will be in the Garden of Eden from seeing their Lord except the curtain of Majesty over His



Face."

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ ক্লায়স ইবন আবু হাযিম (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন